দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 JAN 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

038

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ রোববার, ১২ই মাঘ, ১৩৯২ ঃ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৬

পরীক্ষা বিভ্রাট

দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা অন্তহীন হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিশৃংখলার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই মূল্য দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থী-দের। যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করছেন তারা বহাল তবিয়তেই আছেন। কুমিল্লা মাধ্যমিক বোর্ডের এক বিশৃংখলায় এখন দুই হাজার পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার জন্যে দু হাজার পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অপ্রকাশিত রেখে-ছেন। অথচ এরা ফরম পূরণ করেছে, পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেয়েছে, এডমিট কার্ডও পেয়েছে।

পরীক্ষার জন্যে কিছু নিয়ম-কানুন আছে আমরা জানি। কিন্তু নিয়ম-কানুন তো শৃংখলা রক্ষার জন্যেই। বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে নয়। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া পরীক্ষার্থীরা যদি পরীক্ষা দিতে পারে, তাহলে তাদের পরীক্ষার ফলও প্রকাশ করা উচিত। কুমিল্লা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে দুই মাস আগে। কিন্তু দুই হাজার ছাত্রছাত্রী এখনো জানে না, তারা পাস করেছে কি না। বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এরা ভর্তিও হতে পারছে না। অর্থাৎ একটা শিক্ষা-বর্ষের অপচয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে।

একের ভুলের জন্যে অন্যে শাস্তি পাবে—এ কেমন বিধান? রেজিস্ট্রেশন ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা কি করে হল, সেটা আগে তদন্ত করে দেখা দরকার।

অভিযোগ আছে এ বছরও রেজিস্ট্রেশনকে কেন্দ্র করে একই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ অনেক পরীক্ষার্থী এখনও রেজিস্ট্রেশন নম্বর পায়নি। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, কলেজগুলি পরীক্ষার আগে যথেচ্ছভাবে ছাত্র ভর্তি করে বলেই এই বিপত্তি। তাই যদি হয়, তাহলে কলেজগুলির বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া দরকার। পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নয়।

এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটলে শিক্ষার্থীদের মনে হতাশা ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের সমাজের তরুণদের মধ্যে এমনিতেই হতাশা জাগে বিভিন্ন কারণে। এক্ষেত্রে নতুন উপসর্গ তৈরী না হলেই ভাল। পরীক্ষা দেবার সুযোগ যারা পেয়েছে তাদের পরীক্ষার ফলও যাতে প্রকাশ পায় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।